৬৩২

SEP. 03 1999

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ ......

সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ প্রসঙ্গে

ইতিপূর্বে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ৩০০ জন সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আবেদনপত্র আহবান করা হয়। বৎসরাধিককাল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রাখিয়া অবশেষে মে' ৯৯-তে ২১৯ জন নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের জন্য সংরক্ষিত ৮১টি পদে প্রার্থী না পাওয়ায় তাহা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম, কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাচের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য হইতে আর নিয়োগদান না করিয়া অচিরেই আরও ৪/৫ শত জন সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন। এইরূপ সংবাদ আমরা যাহারা উক্ত পদের জন্য মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াছি, তাহাদেরকে দারুণভাবে হতাশ করিয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা আরও ২/১ বার এই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিয়াছি। কিন্তু পদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হওয়ায় হয়ত আমরা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হইতে পারি নাই। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারেই কর্তৃপক্ষ ভিন্নধর্মী একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করায় কেবল উপযুক্ত ও মেধাবী প্রার্থিগণ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ২১৯ জনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর ভাবিয়াছিলাম যে, কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাচের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য হইতে দ্বিতীয়-তৃতীয় দফায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করিবেন। এইদিকে আমাদের অনেকের সরকারী চাকুরীর বয়সও প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন এই যে, পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করিয়া সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যমান শূন্য পদসমূহ স্বল্প সময়ে পূরণের স্বার্থে '৯৮-৯৯ সালে অনুষ্ঠিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হউক।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম,
৩৮৯/১ পশ্চিম কাজীপাড়া,
মিরপুর, ঢাকা।

Pollandi under Dewangonj thana,